BANGLA SECOND PAPER

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম - ১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে

পর্ব - ১

১) ভাষার সৃষ্টি হয় - ধ্বনির সাহায্যে

২) ভাষার মূল উপাদান - ধ্বনি

৩) ধ্বনির সৃষ্টি হয় - বাগযন্ত্রের সাহায্যে

৪) বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষা প্রচলিত আছে - সাড়ে তিন হাজারের বেশি(৩৫০০+)

৫) ভাষাভাষীর দিক থেকে বাংলার অবস্থান - ৪র্থ

৬) বর্তমানে পৃথিবীতে কত লোকের মুখের ভাষা বাংলা - প্রায় ত্রিশ কোটি

৭) পৃথিবীর সব ভাষারই - উপভাষা আছে

৮) ভাষার রূপ - ২ টি

৯) সাধু ভাষা - নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী

১০) সাধু ভাষা - গুরু গম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল

১১) ভাষার চলিত রীতি - পরিবর্তনশীল

১২) নাটক ও বক্তৃতার সংলাপের উপযোগী - চলিত ভাষা

১৩) বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারকে ভাগ করা যায় - ৫ ভাগে

১৪) তৎসম শব্দ- চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য

১৫) তদ্ভব শব্দ - হাত, চামার

১৬) অর্ধ তৎসম শব্দ- জ্যোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নী, বোষ্টম, কুচ্ছিত

১৭) দেশি শব্দ - কুড়ি, চুলা, কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি

১৮) ধর্ম সংক্রান্দ আরবি শব্দ - আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি ইত্যাদি

১৯) প্রশাসনিক আরবি শব্দ - আদালত, আলেম, ইনসান, উকিল, এজলাস, কলম, কানুন ইত্যাদি

২০) ধর্ম সংক্রান্ত ফারসি শব্দ - খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, ফেরেশতা ইত্যাদি

২১) প্রশাসনিক ফারসি শব্দ - কারখানা, চশমা, জবান বন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার ইত্যাদি

২২) ইংরেজি শব্দ - ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল ইত্যাদি

২৩) পর্তুগিজ শব্দ - আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি ইত্যাদি

২৪) ফরাসি শব্দ - কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ

২৫) ওলন্দাজ শব্দ - ইস্কাপন, টেকা, তুরুপ, রুইতন, হরতন

২৬) গুজরাটি শব্দ - খদ্দর, হরতাল,

২৭) পাঞ্জাবি শব্দ - চাহিদা শিখ

২৮) তুর্কি শব্দ - চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা

২৯) চিনা শব্দ- চা, চিনি

৩০) বার্মিজ শব্দ - ফুঙ্গি, লুঙ্গি

SALMAN

৩১) জাপানি শব্দ - রিক্সা, হারিকিরি

৩২) মিশ্র শব্দ - রাজা বাদশা (তৎসম+ ফারসি), হাট বাজার(বাংলা+ ফারসি), হেড মৌলভি(ইংরেজি+ ফারসি), হেড পন্ডিত(ইংরেজি+ তৎসম), খ্রিষ্টাব্দ(ইংরেজি+তৎসম), চৌ হদ্দি(ফারসি+ আরবি)

৩৩) ব্যাকরণ শব্দটির প্রকৃতি প্রত্যয় - বি+আ+কৃ +অন

৩৪) ব্যাকরণ শব্দের অর্থ - বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ

৩৫) প্রত্যেক ভাষার মৌলিক অংশ - ৪টি

বাংলা ব্যাকরণ

৯ম -১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই

পর্ব - ২

১) ণত্ব ও ষত্ব বিধান আলোচিত হয় - ধ্বনিতত্ত্বে

২) শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় - রূপ

৩) রূপ গঠন করে - শব্দ

৪) শব্দতত্ত্বের অপর নাম - রূপতত্ত্ব

৫) বাক্যতত্ত্বের অপর নাম - পদক্রম

৬) বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে - প্রাতিপদিক

৭) সাধিত শব্দ - হাতা, গরমিল। দম্পতি

৮) সাধিত শব্দ - ২ প্রকার

৯) প্রকৃতি - ২ প্রকার

১০) নাম প্রকৃতির উদাহরণ - হাতল, ফুলেল, মুখর

১১) প্রত্যয় - ২ প্রকার

১২) বাংলা ভাষায় উপসর্গ - ৩ প্রকার

১৩) সংস্কৃত উপসর্গ - ২০ টি

১৪) সংস্কৃত উপসর্গ - প্র, পরা, অপ

১৫) বাংলা উপসর্গ - ২১ টি

১৬) বাংলা উপসর্গ - অ, অনা, অঘা, অজ, আ, আব, নি

১৭) বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনি সমূহ - ২ প্রকার

১৮) ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় - বর্ণ

১৯) বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ - ৫০ টি

২০) স্বরবর্ণ - ১১ টি

২২) ব্যঞ্জন বর্ণ - ৩৯ টি

২৩) বাংলায় - ২ টি যৌগিক স্বরধ্বনি (ঐ, ঔ)

২৪) স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় - কার

২৫) ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে - ফলা

২৬) ক থেকে ম পর্যন্ত - ২৫ টি স্পর্শধ্বনি

২৭) দন্ত্য বর্ণ - ত, থ,দ, ধ

SALMAN

২৮) ওষ্ঠ বর্ণ - প, ফ, ব,ভ, ম
২৯) মূর্ধণ্য বর্ণ - ট, ঠ, ড,ঢ,ণ
৩০) উচ্চারনের স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহ - ৫ ভাগে বিভক্ত
৩১) পরাশ্রয়ী বর্ণ - ৩ টি
৩২) নাসিক্য বর্ণ -৫ টি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম)
৩৩) বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি -২৫ টি
৩৪) স্পর্শ বর্ণ - ২৫ টি (ক থেকে ম পর্যন্ত)
৩৫) স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি গুলো - ২ ভাগে বিভক্ত (অঘোষ ও ঘোষ)
৩৬) অঘোষ ধ্বনি - ক, খ, চ, ছ
৩৭) ঘোষ ধ্বনি - গ, ঘ, জ, ঝ
৩৮) ঘোষ ধ্বনি - ২ প্রকার (অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ)
৩৯) অল্পপ্রাণ ধ্বনি - ক,গ, চ,জ
৪০) মহাপ্রাণ ধ্বনি - খ,ঘ, ছ,ঝ

বাংলা ব্যাকরণ
৯ম -১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে
পর্ব-৩
১) শ,হ,ষ,স- ৪ টি উষ্ম বা শিশধ্বনি
২) শ, ষ, স- অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি
৩) হ - ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি
৪) অন্তঃস্থ ধ্বনি - ২ টি (য্ ব্)
৫) অ ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চারণ - অমল, অনেক, কত
৬) অ ধ্বনি ও ধ্বনির মতো উচ্চারণ - অধীর, অতুল, মন
৭) পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দের আদি - অ সংবৃত হয়
৮) বাংলায় একাক্ষর শব্দে- আ দীর্ঘ হয়
৯) যেমন - যা, পান, ধান, সাজ, চাল
১০) একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ - দুটোই দীর্ঘ হয়(বিষ, বিশ, দীন, দিন,শীত)
১১) এ ধ্বনির উচ্চারণ - ২ রকম হয়
১২) এ ধ্বনির সংবৃত উদাহরণ - পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে
১৩) এ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণের উদাহরণ -:ক্যাট, ব্যাট, দ্যাখ, এ্যাকা
১৪) এ ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় - শব্দের আদিতে
১৫) ঐ ধ্বনিটি একটি - যৌগিক স্বরধ্বনি
১৬) বাংলা একাক্ষর শব্দে - ও কার দীর্ঘ হয়
১৭) ক বর্গীয় বা কন্ঠ্য স্পর্শধবনি - ৫ টি (ক,খ,গ,ঘ,ঙ)
১৮) চ বর্গীয় বা তালব্য স্পর্শধ্বনি - ৫ টি (চ,ছ,জ, ঝ,ঞ)
১৯) ট বর্গীয় বা মূর্ধণ্য ধ্বনি- ৫ টি (ট,ঠ,ড,ঢ,ণ)
২০) ত বর্গীয় বা দন্তধ্বনি - ৫ টি (ত,থ,দ,ধ,ন)

SALMAN

২১) প বর্গীয় বা ওষ্ঠধ্বনি - ৫টি (প,ফ,ব ভ,ম)
২২) কম্পনজাত ধ্বনি - র
২৩) পার্শ্বিক ধ্বনি- ল
২৪) উষ্ম ঘোষধ্বনি - হ
২৫) পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী - ব্যঞ্জন দ্বিত হয়
২৬) তাড়ন জাত ধ্বনি - ২ টি (ড়, ঢ়)
২৭) বাংলা কার - ১০ টি
২৮) বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণে ফলা - ৬টি
২৯) ক্ষ্ম বর্ণ - ক+ ষ+ ম
৩০) আদি স্বরাগমের উদাহরণ - স্কুল>ইস্কুল, স্টেশন> ইস্টিশন
৩২) অন্ত্যস্বরাগমের উদাহরন- দিশ্ > দিশা, পোথত্ > পোক্ত, বেঞ্চ> বেঞ্চি
৩৩) অপনিহিতির উদাহরণ- আজি> আইজ, সাধু> সাউধ
৩৪) অসমীকরণের উদাহরণ - ধপ+ ধপ> ধপাধপ, টপ+টপ> টপাটপ
৩৫) স্বর সঙ্গতির উদাহরণ - দেশি> দিশি, বিলাতি> বিলিতি, মুলা> মুলো
৩৬) স্বরলোপ এর উদাহরণ - বসতি> বস্ তি, জানালা> জান্ লা
৩৭) ধ্বনি বিপর্যের উদাহরণ - বাক্ স > বাস্ ক, রিক্ সা> রিস্,কা
৩৮) সমীভবন এর উদাহরণ - জন্ম> জম্ম, কাঁদনা> কান্না
৩৯) বিষমীভবন এর উদাহরণ - শরীর> শরীল, লাল> নাল
৪০) ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ - কবাট> কপাট, ধোবা> ধোপা

বাংলা ব্যাকরণ
৯ম-১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে
পর্ব- ৪
১) ট বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দে - 'ণ' যুক্ত হয় (ঘন্টা, লন্ঠন, কান্ড)
২) ঋ, র, ষ এর পর- 'ণ' হয়(ঋণ,তৃণ,বর্ণ, বর্ণনা,ভীষণ)
৩) স্বভাবতই মূর্ধন্য হয়েছে এমন শব্দ- চাণক্য, বাণিজ্য, মণ, লবণ, বেণু,বীণা, লাবণ্য ইত্যাদি
৪) ণ- ত্ব বিধান হয় না - সমাসবদ্ধ শব্দে
৫) সমাস বদ্ধ শব্দে মূর্ধন্য এর পরিবর্তে হবে - ন
৬) 'ঋ' কারের পরে - ষ হয় (ঋষি, কৃষক, দৃষ্টি,সৃষ্টি)
৭) তৎসম শব্দের 'র' এর পর - ষ হয় (বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ)
৮) ট বর্গীয় ধ্বনির সাথে - ষ হয় (কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ)
৯) স্বভাবতই ' ষ' হয়েছে এমন শব্দ- ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়। ভাষণ, ভাষা, ঊষা, পৌষ, পাষাণ, ভূষণ
১০) 'ষ' হয় না এমন শব্দ- জিনিস, পোশাক, মাস্টার, পোস্ট
১১) পাশাপাশি দুই বর্ণের মিলনকে বলে - সন্ধি
১২) বাংলা সন্ধি - ২ রকমের
১৩) তৎসম সন্ধি - ৩ প্রকার

SALMAN

১৪) কতিপয় সন্ধি বিচ্ছেদ - যথা+অর্থ= যথার্থ, সূর্য+ উদয়= সূর্যোদয়, দেব+ঋষি= দেবর্ষি, তৃষ্ণা+ঋত= তৃষ্ণার্ত, জন+এক= জনৈক, বন+ওষধি=বনৌষধি, নৈ+অক=নায়ক, গৈ+অক=গায়ক,
১৫) সাধিত সন্ধি - উৎ+স্থান=উত্থান, সম্ + কার= সংস্কার, সম্ + কৃত= সংস্কৃত
১৬) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি- আ+চর্য= আশ্চর্য, ষট্ + দশ= ষোড়শ, পর্ + পর = পরস্পর
১৭) বিসর্গ সন্ধি - বাচঃ+পতি= বাচস্পতি, ভাঃ+কর= ভাস্কর, অহঃ+ নিশি= অহনিশি, অহঃ+ অহ= অহরহ
১৮) বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ - ২ প্রকার
১৯) পত্নী অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ - মা, চাচী, কাকী, দাদী, ননদ, জা ইত্যাদি
২০) পতি অর্থে পুরুষবাচক শব্দ - বাবা, কাকা, দাদা, নন্দাই, দেওর, ভাই
২১) ঈ প্রত্যয় যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ - বেঙ্গমী, ভাগনী
২২) নী প্রত্যয় যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ - কামারনী, জেলেনী, কুমারনী, ধোপানী
২৩) আনী প্রত্যয়যুক্ত শব্দ - ঠাকুরাণী, নাপিতানী, মেথরানী, চাকরাণী
২৪) ইনী প্রত্যয় যুক্ত - কাঙ্গালিনী, গোয়ালিনী, বাঘিনী
২৫) আইন প্রত্যয় যুক্ত - ঠাকুরাইন
২৬) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ - সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা
২৭) আ যোগে সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়যুক্ত শব্দ - মৃতা, বিবাহিতা, মাননীয়া, কনিষ্ঠা ইত্যাদি
২৮) জাতি বাচক - অজা, কোকিলা, শিষ্যা, ক্ষত্রিয়া
২৯) ঈ প্রত্যয়যোগে সাধারণ অর্থে স্ত্রীবাচক- নিশাচরী, ভয়ংকরী, রজকী, কিশোরী, সুন্দরী
৩০) ঈ প্রত্যয়যোগে জাতি বাচক স্ত্রী শব্দ - সিংহী, ব্রাহ্মণী, মানবী, বৈষ্ণবী, কুমারী, ময়ূরী

বাংলা ব্যাকরণ
৯ম-১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে
পর্ব- ৫
১) ক্ষুদ্রার্থে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ - নাটিকা, মালিকা, গীতিকা, পুস্তিকা
২) ঈনী, নী, যোগে গঠিত শব্দ- মায়বিনী, কুহকিনী, যোগিনী, মেধাবিনী, দুঃখিনী
৩) বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রী বাচক শব্দ - নেত্রী, কর্ত্রী, ধাত্রী, সতী, মহতী, রূপবতী, বুদ্ধিমতী সম্রাজ্ঞী, ইত্যাদি
৪) বিদেশী স্ত্রীবাচক শব্দ - খানম, জেনানা, মালেকা, সুলতানা, মহতারিমা
৫) নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ - সতীন, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অসূর্যম্পশ্যা, সপত্নী
৬) স্ত্রী- পুরুষ উভয় বোঝায় এমন শব্দ - জন, শিশু, পাখি, সন্তান
৭) স্ত্রী বাচক হয় না এমন পুরুষ বাচক শব্দ - কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার,
৮) কেবল স্ত্রী বাচক বুঝায় এমন শব্দ - সতীন, সৎমা, সধবা
৯) যে সব পুরুষ বাচক শব্দের ২ টি করে স্ত্রীবাচক শব্দ আছে - দেবর, ভাই, শিক্ষক, বন্ধু, দাদা,
১০) দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে - আমার জ্বর জ্বর লাগছে এই বাক্যে
১১) ভালো ভালো ফল, ফোঁটা ফোঁটা পানি - শব্দের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ হয়েছে
১২) সমার্থক দ্বিরুক্ত শব্দ - ধন-দৌলত, খেলা-ধুলা, লালন- পালন
১৩) বিপরীতার্থক দ্বিরুক্ত শব্দ - লেন-দেন, দেনা- পাওনা, ধনী- গরিব
১৪) পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ হয়েছে - ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে, দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল
১৫) পদের দ্বিরুক্তির আধিক্য বোঝাতে প্রয়োগ - রাশি রাশি ধান

SALMAN

১৬) সামান্য বোঝাতে - আমি জ্বর জ্বর বোধ করছি
১৭) ক্রিয়া বিশেষণ বোঝাতে পদের দ্বিরুক্তি - ফিরে ফিরে চায়
১৮) ক্রিয়াবাচক শব্দে বিশেষণ রুপে পদের দ্বিরুক্তি - তোমার নেই নেই ভাব গেল না
১৯) ক্রিয়াবাচক শব্দে পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ - ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি
২০) অব্যয়ের দ্বিরুক্তিতে ভাবের গভীরতা বোঝাতে - ছি ছি, তুমি কী করেছ?
২১) অব্যয়ের দ্বিরুক্তিতে বিশেষণ বোঝাতে - পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি
২২) অব্যয়ের দ্বিরুক্তিতে ধ্বনি ব্যঞ্জনা বুঝাতে - ঝির ঝির করে বাতাস বইছে, বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
২৩) যগ্মরীতিতে গঠিত সমার্থক দ্বিরুক্ত শব্দ - চালচলন, রীতিনীতি, ভয়ডর
২৪) যুগ্মরীতিতে গঠিত ভিন্নার্থক দ্বিরুক্ত শব্দ - ডালভাত, তালাচাবি পথঘাট
২৫) বিভক্তিযুক্ত পদের দুইবার ব্যবহারকে - পদাত্মক দ্বিরুক্তি শব্দ বলা হয়
২৬) পদাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ - ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম,
২৭) যুগ্মরীতিতে গঠিত পদাত্মক দ্বিরুক্তি - হাতে নাতে, আকাশে বাতাসে, দলে বলে
২৮) সতর্কতা অর্থে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ - ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো
২৯) কালের বিস্তার অর্থে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ - থেকে থেকো শিশুটি কাঁদছে
৩০) আধিক্য অর্থে দ্বিরুক্ত শব্দ - লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান
৩১) ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তিতে আধিক্য অর্থে - ঘেউ ঘেউ, কুহু কুহু, ঝম ঝম, মিউ মিউ, ঠা ঠা, ঝি ঝি, ঘচাঘচ
৩২) যুগ্মরীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ - টাপুর টুপুর, হাপুস হুপুস, কিচির মিচির
৩৩) বিশেষ্য অর্থে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত - বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে।

বাংলা ব্যাকরণ
৯ম- ১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই থেকে
পর্ব -৬
১) সংখ্যাবাচক শব্দ - ৪ প্রকার
২) তারিখ বাচক শব্দ - ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত
৩) বচন ব্যাকরণের - পারিভাষিক শব্দ
৪) বচন শব্দের অর্থ - সংখ্যার ধারণা
৫) বাংলা ভাষায় বচন - ২ প্রকার
৬) টা, টি খানা, খানি - বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করে
৭) উন্নত প্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত - রা
৮) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহু বচনে - গুলা, গুলি,গুলো
৯) জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয় - পাল ও যূথ
১০) সমাস মানে - সংক্ষেপ, মিলন
১১) সমাসের রীতি বাংলায় এসেছে - সংস্কৃত থেকে
১২) সমাস নিষ্পন্ন পদের নাম - সমস্তপদ
১৩) যে যে পদের সমাস হয় তাদের বলে - সমস্যমান পদ
১৪) সমাস যুক্ত পদের প্রথম অংশকে বলে - পূর্বপদ

SALMAN

১৫) পরবর্তী অংশকে বলে - উত্তরপদ
১৬) সমস্তপদকে ভাঙ্গলে পাওয়া যায় - ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহবাক্য
১৭) সমাস প্রধানত - ৬ প্রকার
১৮) দ্বন্দ্ব সমাস চেনার উপায় - এবং, ও, আর এই ৩ টি অব্যয় থাকবে
১৯) মিলনার্থে দ্বন্দ্ব - মা-বাপ, চা- বিস্কুট
২০) বিরোধার্থে দ্বন্দ্ব - দা - কুমড়া, অহি- নকুল
২১) বিপরীতার্থে দ্বন্দ্ব - জমা- খরচ, আয়-ব্যয়
২২) সমার্থক অর্থে দ্বন্দ্ব - হা-বাজার, খাতা- পত্র
২৩) অলুক দ্বন্দ্ব সমাস - দুধে-ভাতে, জলে- স্থলে,
২৪) বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস হলো- তিন বা বহু পদের দ্বন্দ্ব
২৫) বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ - সাহেব- বিবি- গোলাম
২৬) কর্মধারয় সমাসের চিহ্ন - বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের সমাস হয়
২৭) কর্মধারয় সমাস - নীলপদ্ম, কাঁচামিঠা, জজ সাহেব, ধোয়ামোছা
২৮) কর্মধারয় সমাস - ৪ প্রকার
২৯) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস- সিংহাসন, সাহিত্যসভা, স্মৃতিসৌধ
৩০) উপমান কর্মধারয় সমাস - ভ্রমরকৃষ্ণ, তুষার শুভ্র, অরুণরাঙ্গা
৩১) উপমান অর্থ - তুলনীয় বস্তু
৩২) প্রত্যক্ষ বস্তুর সাথে পরোক্ষ বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুকে বলে - উপমেয়
৩৩) যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলে - উপমান
৩৪) উপমিত কর্মধারয় সমাস - চন্দ্রমুখ, সিংহপুরুষ
৩৫) রূপক কর্মধারয় সমাস - ক্রোধানল, বিষাদসিন্দু, মনমাঝি
৩৬) তৎপুরুষ সমাস - ৯ প্রকার

বাংলা ব্যাকরণ
৯ম - ১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই
পর্ব -৭
১) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - কে, রে
২) ২য়া তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদাপন্ন, চিরসুখী ইত্যাদি
৩) ৩য় তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক
৪) ৩য়া তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - মনগড়া, শ্রমলব্ধ, মধুমাখা, বিদ্যাহীন
৫) অলুক তৎপুরুষ সমাস - তেলেভাজা, কলেছাঁটা,
৬) ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - কে, জন্য, নিমিও
৭) ৪র্থী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - গুরুভক্তি, বসতবাড়ি, বিয়েপাগলা
৮) ৫মী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - হতে, থেকে
৯) ৫মী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - খাঁচাছাড়া, বিলাতফেরাত
১০) ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - র, এর বিভক্তি
১১) ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - চাবাগান, রাজপুত্র, খেয়াঘাট

SALMAN

১২) অলুক ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - ঘোড়ার ডিম, মাটির মানুষ, মামার বাড়ি, সাপের পা
১৩) ৭মী তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - এ, য়,তে বিভক্তি
১৪) ৭মী তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - গাছপাকা, দিবানিদ্রা, অকালমৃত্যু
১৫) নঞ্ তৎপুরুষ সমাস চেনা র উপায় - না, নেই, নাই, নয় থাকবে
১৬) নঞ্ তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - অনাচার, অকাতর, নাতিদীর্ঘ
১৭) খাঁটি বাংলায় থাকে - অ, আ, না, অনা
১৮) খাঁটি বাংলায় নঞ্ তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - আকাল, অকেজো, অচেনা, নাছোড়
১৯) উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - জলচর, জলদ, পঙ্কজ, পকেটমার, হাড়ভাঙ্গা, মাছিমারা
২০) অলুক তৎপুরুষ সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদের ২য়া বিভক্তি লোপ পায় না
২১) অলুক তৎপুরুষ সমাসের উদাঃ - গায়েপড়া,ঘিয়ে ভাজা, কলে ছাঁটা, কলের গান,
২২) অলুক বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - গায়ে হলুদ, হাতে খড়ি
২৩) বহুব্রীহি সমাসের চেনার উপায় - যার, যাতে থাকবে
২৪) বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - আয়তলোচনা, মহাত্মা, নীলবসনা, ধীরবুদ্ধি
২৫) বহুব্রীহি সমাস - ৮ প্রকার
২৬) সমানাধিকরন বহুব্রীহি সমাস চেনার উপায় - পর্বপদ বিশেষন ও পরপদ বিশেষ্য হবে
২৭) সমানাধিকরন বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - হতশ্রী, খোশমেজাজ, উচ্চশির, নীলকন্ঠ, সুশীল
২৮) ব্যাধিকরন বহব্রীহি সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদ ও পরপদ কোনটি বিশেষণ নয়
২৯) ব্যাধিকরন বহুব্রীহির উদাঃ - আশীবিষ, কথাসর্বস্ব
৩০) যদি পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হয় - তাহলে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হবে
৩১) কৃদন্ত বিশেষণ যোগে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহির উদাঃ - দু কানকাটা, বোঁটাখসা, ছা পোষা, পাতা চাটা
৩২) ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদে "আ" এবং পরপদে ' ই' যুক্ত হয়

বাংলা ব্যাকরণ
৯ম - ১০ম শ্রেণীর বোর্ড বই
পর্ব -৮
১) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস চেনা - পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য
২) এই সমাসের সমস্তপদে যুক্ত থাকে - আ, ই, ঈ
৩) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - দশগজি, চৌচালা, চারহাতি
৪) নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাঃ - দ্বীপ, অন্তরীপ, নরপশু, পন্ডিতমূর্খ
৫) দ্বিগু সমাসে - সমষ্টি থাকবে
৬) দ্বিগু সমাসের উদাঃ - ত্রিকাল, চৌরাস্তা, তেমাথা, পঞ্চবটী
৭) অব্যয়ীভাব সমাস চেনার উপায় - পূর্বপদে অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য থাকবে
৮) সামীপ্য অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - উপকন্ঠ, উপকূল
৯) বিপ্ সা (অনু, প্রতি) অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস- প্রতিদিন, ক্ষণে ক্ষণে,
১০) অভাব অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - নিরামিষ, নির্জল, নিরুৎসাহ
১১) পর্যন্ত অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - আপাদমস্তক, আসমুদ্রহিমাচল
১২) সাদৃশ্য অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - উপশহর, উপগ্রহ, উপবন

SALMAN

১৩) অতিক্রান্ত অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস- উদ্বেল, উচ্ছৃঙ্খল
১৪) বিরোধ অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস - প্রতিবাদ, প্রতিকূল
১৫) পশ্চাৎ অর্থে অব্যয়ীভা সমাস - অনুগমন, অনুধাবন
১৬) ঈষৎ অর্থে অব্যয়ীভাবব সমাস - আনত, আরক্তিম
১৭) প্রাদি সমাসের উদাঃ - প্রবচন, পরিভ্রমন, প্রভাত
১৮) নিত্যসমাস চেনা যায় - ব্যাসবাক্য হয় না বা লাগে না
১৯) নিত্যসমাসের উদাঃ - গ্রামান্তর, দর্শনমাত্র গৃহান্তর, আমরা
২০) গঠনগতভাবে শব্দ - ২ প্রকার
২১) অর্থমূলক ভাবে শব্দ - ৩ প্রকার
২২) উৎস গত দিক থেকে শব্দ - ৫ প্রকার
২৩) মৌলিক শব্দ - গোলাপ, নাক, লাল, তিন
২৪) যৌগিক শব্দ - গায়ক, কর্তব্য, বাবুআনা, মধুর, দৌহিত্র, চিকামারা
২৫) রূঢ়ি শব্দ - হস্তী, গবেষণা, বাঁশি, তৈল, প্রবীণ, সন্দেশ
২৬) যোগরূঢ় শব্দ - পঙ্কজ, রাজপুত, মহাযাত্রা, জলধি
২৭) পদগুলো প্রধানত - ২ প্রকার
২৮) সব্যয় পদ -৪ প্রকার
২৯) বিশেষ্যপদ - ৬ প্রকার
৩০) বিশেষণ পদ - ২ প্রকার
৩১) নাম বিশেষণ - ১০ প্রকার
৩২) ভাব বিশেষণ - ৪ প্রকার

SALMAN
BCS, Bank
PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী
MyMahbub.Com